কমটি গঠন করা হয়। এ কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে অনগ্রসরতার কারণসমূহ চিহ্নিত করেন এবং প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ যথা সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে সম্পূর্ণ প্রকল্পটিকে নেটওয়ার্কিংয়ের মধ্যে আনার লক্ষ্যে দরপত্রের মাধ্যমে ঢাকাস্থ মেসার্স কিউ-সফট নামক একটি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানকে কন্সালটিং ফার্ম হিসেবে নিয়োগ দান করে। এই প্রতিষ্ঠানটি মে '৯৭ হতে অন্যান্য নোডগুলোতে হার্ডওয়্যার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ স্থাপন, প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ইনস্টলেশনের কাজ শুরু করে প্রত্যেকটি নোড কার্যক্ষম করার পর ডাটা ইনপুটের কাজে কিছুটা গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। এই নেটওয়ার্কটি ২৯ জুন '৯৮ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মুহঃ ফজলুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। BNSLINK বর্তমানে bansdoc@bdonline.com এই ই-মেইল ঠিকানায় গ্রাহকসেবা প্রদান করছে।

বিরাট অংকের অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হলেও উপযুক্ত প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের অভাবে এখন প্রত্যেকটি নোড থেকেই আশানুরূপভাবে লাইব্রেরি সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া ২/৩টি ব্যতিত প্রত্যেকটি নোডেই কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে রিসোর্স শেয়ারিং-এর ক্ষেত্রে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় এবং কর্তব্য অবহেলার ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানের জন্য ব্যান্সডক কর্তৃক সুপারিশ করা সত্ত্বেও নোডসমূহের কর্তৃপক্ষ কোন উদ্যোগ না নেয়ায় লাইব্রেরি সেবা প্রতিহত হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের কোন প্রকল্প পরিচালক না থাকায় স্বাভাবিক কাজ কর্মের গতিও ত্বরান্বিতকরণ এবং প্রকল্পটি স্থাপনের পর তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না করায় প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রকল্পের মেয়াদ সম্পন্ন হওয়ার পরও প্রজেক্ট এক্সটেনশনের কাজ নির্ধারণের বিষয়টি অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ায় নিয়োগপ্রাপ্ত লোকজন চলে যাওয়ায় অধিকাংশ পদই বর্তমানে শূন্য রয়েছে। ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত প্রকল্পের কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দসহ নিয়োজিত জনবল ও ব্যান্সডকের যন্ত্রপাতি রাজস্বখাতে স্থানান্তর অপিরহার্য হয়ে পড়েছে। এছাড়া প্রকল্পের মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যান্সডকসহ অন্যান্য নোডগুলোর ক্যাটালগিং ও বিবলিওগ্রাফীক কাজও জরুরীভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

প্রকল্প চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রতি নোডেই একটি করে টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এবং চুক্তি অনুযায়ী জুন '৯৮ পর্যন্ত প্রত্যেকটি নোডের টেলিফোন বিল প্রকল্পখাত থেকে বহন করার কথা। কিন্তু টেলিফোন লাইনগুলো প্রতিটি নোডের নামে বরাদ্দ দেয়ায় বিল ব্যান্সডকে প্রেরণ না করে প্রতিটি নোডেই প্রেরণ করা হয়েছে। এই বিলগুলো যথাসময়ে ব্যান্সডকে প্রেরণের অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও প্রেরণ না করার জটিলতার জন্য বিল পরিশোধে বিলম্ব হেতু কয়েকটি নোডেই ইতোমধ্যে টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কোন কোন নোড সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে টেলিফোন সংযোগ নিয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া ঢাকার বাইরের নোডগুলোতে প্রদত্ত NWD লাইনের মাধ্যমে ডাটা কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা করায় অতিরিক্ত খরচের জন্য প্রকল্পের কাজকে নিরুৎসাহিত করবে। তাই যথাসম্ভব কম খরচে টেলিফোন সেবা প্রদানের জন্য এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব লাইব্রেরিগুলোকে নেটওয়ার্কের মধ্যে আনা হয়েছে সেগুলোতে অন-লাইন লাইব্রেরি সেবার মান আশানুরূপ নয়। অধিকাংশ নোডেই কমপিউটার সিস্টেমকে বিশেষভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে। এবং পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়নি। রিডারদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, অনেকেই দেশে অন-লাইন লাইব্রেরি সেবা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে তা জানেন না। এমনকি নোড কর্তৃপক্ষও তা জানানো কিংবা সেবা প্রদানের বিষয়টি উন্মুক্ত করে দেয়া প্রয়োজন বোধ করেন বলে মনে হয় না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে অন-লাইন লাইব্রেরি সেবা প্রদানের সিস্টেমটিকে একটি রুমের মধ্যে অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে। এখানে পাঠকদের প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে। পাঠকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এবিষয়ে তারা কিছুই জানেন না। তাছাড়া সিস্টেমটি অপারেটিং-এর ক্ষেত্রে লাইব্রেরিয়ান ও লাইব্রেরি এসিস্ট্যান্টের দায়িত্ব সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

এভাবে প্রতিটি নোডেই কোন না কোন সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি নোডই আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এগুলো নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ব্যান্সডককে কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা দেয়া হয়নি। অথচ ব্যান্সডক থেকে এসব নোড প্রয়োজনীয় সাবসিডি নিচ্ছে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনের মাধ্যমে নোডগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যান্সডককে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান অত্যাবশ্যক। এবং ব্যান্সডক তথ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় জাতীয় সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান বিধায় এর তথ্য সেবার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম রাজস্বখাতে জরুরী ভিত্তিতে আত্তিকরণ আবশ্যক।

লাইব্রেরি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভসহ বিভিন্ন লাইব্রেরি সেবা প্রদান করে আসছে। কিন্তু এসব লাইব্রেরিগুলোকে কেন প্রাথমিক পর্যায়ে এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হয়নি বা কেন অটোমেশন ও নেটওয়ার্কিংয়ের মধ্যে আনা হয়নি এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হয়। এ সময় এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভের পরিচালক ড. শরীফ উদ্দীন আহমেদ জানান, জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভে যেসব কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সাপোর্টিং এবং জনবল রয়েছে তা ব্যবহার করে ইতোমধ্যে ক্যাটালগিং ও বিবলিওগ্রাফিক কাজ শুরু করা হয়েছে। সময় ও সুযোগমত প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পেলে প্রকল্পের মাধ্যমে একাজ বাস্তবায়ন করা হবে। তবে ব্যান্সডক কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ব্যাপারে তিনি কোন মন্তব্য করেননি। এই লাইব্রেরিটিতে দুই লক্ষাধিক কালেকশন রয়েছে।

শাহাবাগস্থ জাতীয় গ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির পরিচালককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিসটিকস (ব্যানবেইস) লাইব্রেরি এন্ড ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রের লাইব্রেরিয়ান ফরিদা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, মূলতঃ ১৯৭৭ সাল থেকে এ লাইব্রেরি অভ্যন্তরীণ লাইব্রেরি সেবা প্রদানের কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে সর্বস্তরের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য তা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বর্তমানে লাইব্রেরিতে ২২ হাজার কালেকশন রয়েছে। লাইব্রেরি অটোমেশন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে লাইব্রেরির পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ইলিয়াস আলী বলেন, লাইব্রেরিতে একটিমাত্র কমপিউটার রয়েছে। তাছাড়া লাইব্রেরি অটোমেশনের জন্য দক্ষ কোন জনবল নেই। তারপরও সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে আমরা গ্রাহক সেবার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে বিবলিওগ্রাফিক কাজ শুরু করেছি। ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পেলে ব্যানবেইসকে অটোমেশনের মাধ্যমে অন-লাইন লাইব্রেরি সেবা প্রদানের সদিচ্ছা আমাদের রয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা দেশে মোট ১৭৩২টি লাইব্রেরির মধ্যে ৬৬৪টি স্পেশাল লাইব্রেরি বাদে ১,০৬৮টি লাইব্রেরিতে সর্বমোট ৫১,০৪,১২৯টি কালেকশন রয়েছে এবং ২,৯৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করছে। এই লাইব্রেরিগুলোতে সামান্য কিছু হার্ডওয়্যার ও লাইব্রেরি অটোমোশনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্ট্যান্ডার্ড সফটওয়্যার এবং সীমিত সংখ্যক দক্ষ জনবল প্রদানের মাধ্যমে কিংবা প্রত্যেকটি লাইব্রেরি থেকে প্রয়োজনীয় জনবলকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে লাইব্রেরি অটোমেশনের কাজ শুরু করা যায় এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সামান্য অর্থ বরাদ্দ করে প্রকল্পের মাধ্যমে এগুলোকে কমিউনিকেশন সংযোগ প্রদান করে BNSLINK-এর সাথে সংযুক্ত করে অন-লাইনে লাইব্রেরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। পরবর্তীতে এই নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থাকে স্থানীয় কলেজ, স্কুলেও সম্প্রসারিত করা সম্ভব। তাই আশা করি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রকল্পটি রাজস্বখাতে আত্মীকরণ করে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের লাইব্রেরিগুলোকে এই নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে অন-লাইন লাইব্রেরি সেবা প্রদানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অতীব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। ●

লাইব্রেরি অটোমেশন ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট নোডগুলো

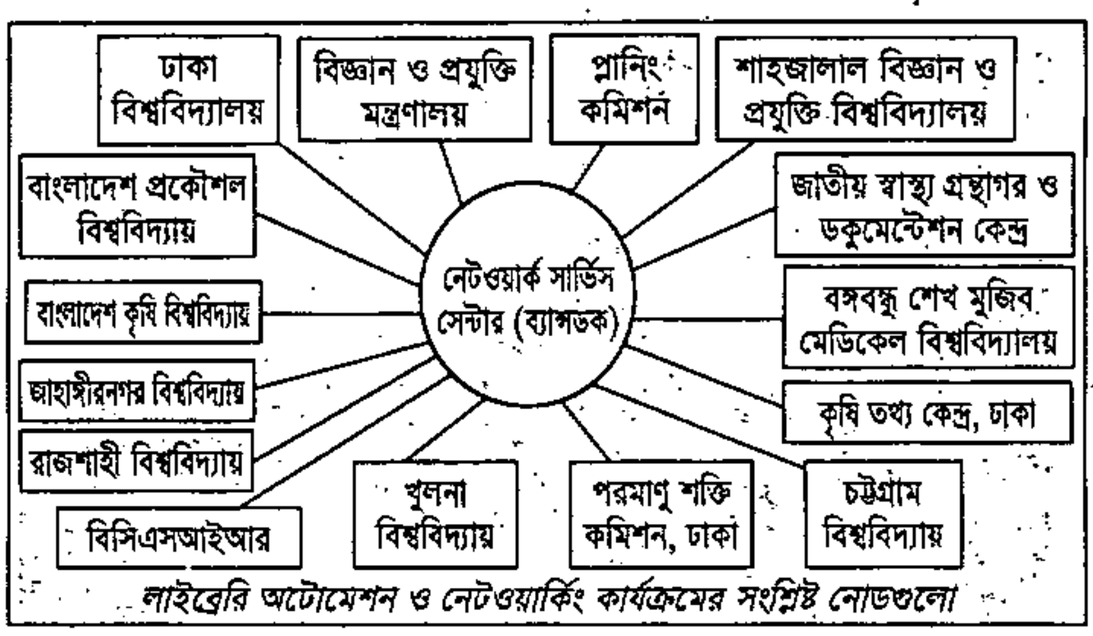

তথ্যসূত্র :
১. বাংলাদেশ এডুকেশনাল স্ট্যাটিসটিক, ১৯৯৩
২. দ্য ইস্টার্ন লাইব্রেরিয়ান, Vol. X 1995